মদীনার আগ্রহ

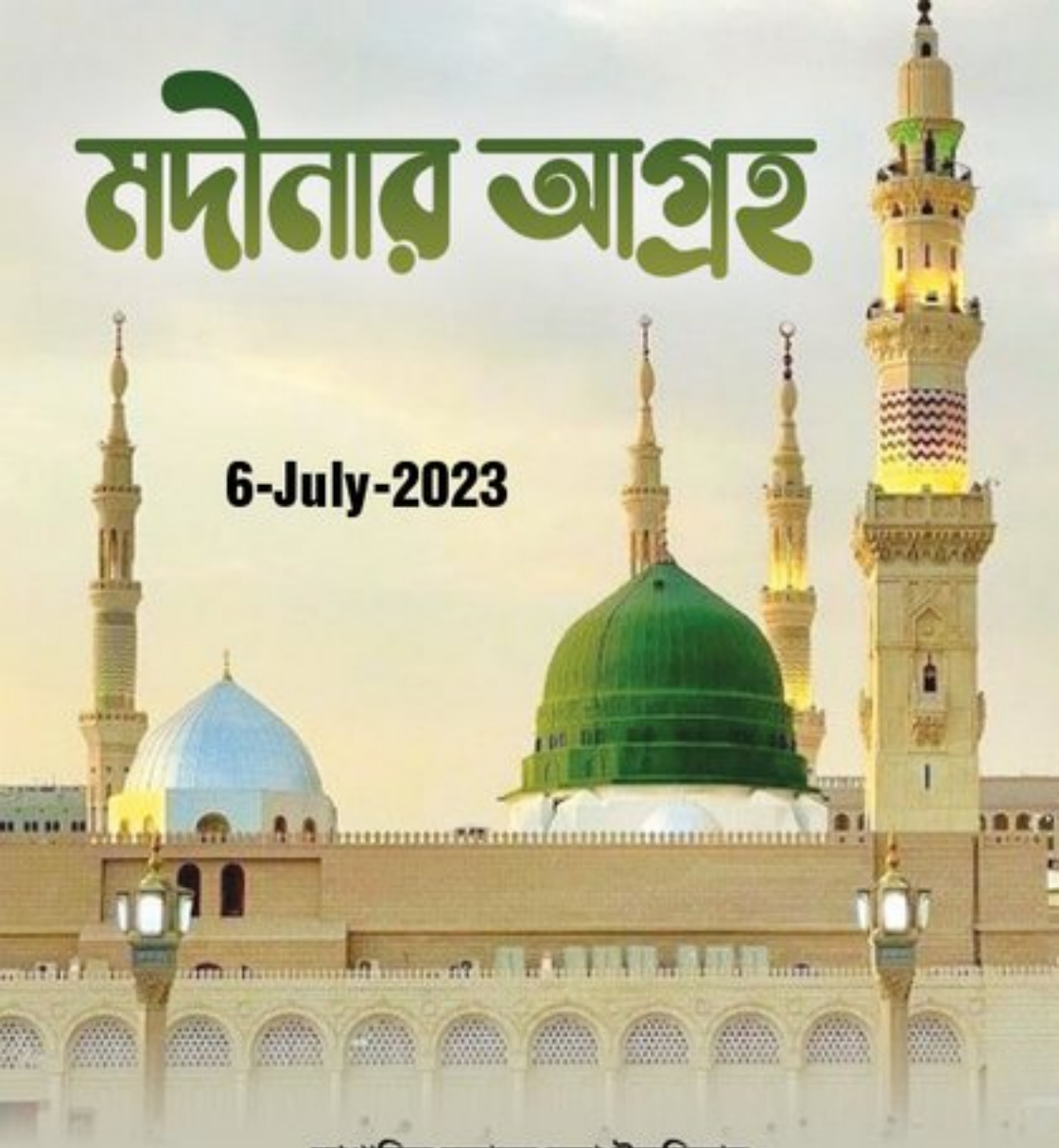

6-July-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ يُبَلِّغُنِي، وَكُفِيَ بِهَا اَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا اَوْ شَفِيعًا অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার কবরে আমার প্রতি সালাম আরয করবে তার জন্য

www.dawateislami.net

একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে, যেটা আমার নিকট তার সালামও পৌঁছাবে তার দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে সহযোগিতাও করবে এবং এর পাশাপাশি আমি তার সাক্ষ্য হিসেবে থাকবো (কিংবা এটা ইরশাদ করেছেন) আমি তার জন্য শাফায়াত করবো। **(শুআবুল ঈমান, ২/২১৮, হাদীস: ১৫৪৩)**

হে আশিকানে রাসূল! অনেক মহান সৌভাগ্যবান বান্দার মদীনা মনোওয়ারায় হাযেরীর সৌভাগ্য নসীব হয় ✻ আমরা যে **নবী করীম রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কালেমা পড়েছি ✻ যার ভালোবাসা হৃদয়ে সাজিয়ে রেখেছি ✻ যার শাফায়াতের আশা রাখি ✻ যদি সেই **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রাওযার যিয়ারতের সৌভাগ্য নসীব হয় ✻ সামনে সোনালী জালী থাকে ✻ হাত বেঁধে ✻ মাথা ঝুঁকিয়ে ✻ হৃদয়ে **মুস্তফা**র কথা স্বরণ করে ✻ আর অশ্রু প্রবাহিত করে ✻ আকাঙ্ক্ষার সহিত **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে সালাম পেশ করি, বিশ্বাস করুন! এই সৌভাগ্য লাভ করাটাই অনেক বড় নেয়ামত, যে সৌভাগ্যবান একবার এই সুযোগ পায় নিঃসন্দেহে সেই ভাগ্যের রাজা।

কিন্তু কুরবান হয়ে যান! দয়ালুর দয়া থেমে থাকে না, যিনি করুণাময় তাঁর অনুগ্রহ সীমাবদ্ধ নয়। প্রথমত এই নেয়ামত অনেক মহান আর যে বান্দার সেখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ নসীব হয়ে যায়, সালাম আরজ করার সৌভাগ্য পাওয়া যায়, এর পাশাপাশি সৌভাগ্য পাওয়ার আরো অনুগ্রহ এটাও হয়ে থাকে যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **আল্লাহ পাক** সেই বান্দার সাথে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেয়, যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে তার সালামও উপস্থাপন করে আর সালাম আরজ কারীর দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে তাকে

www.dawateislami.net

সহযোগিতাও করে শুধু এতোটুকুতে শেষ নয়, তার উপর আরো অধিক দয়া ও আনুগ্রহ এটা হয়ে থাকে যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন (সালাম আরজকারীর) তাকে শাফায়াত দ্বারা ধন্য করবে।

আজব করম শাহেওয়ালা তবার করতে হে
কেহ নাউমিদ কো উমিদওয়ার করতে হে
মুজে ফাসুরদাগী বখত কা আলম কিয়া হো
ওহ এক দম মে খিযা কো বাহার করতে হে
জু খোশ নসীব ইয়াহা হাকে দর পে বেটতে হে
জুলুসে মুসনাদে শাহী ছে আর করতে হে

(যাওকে নাত, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহেরও কি চমৎকার যে, নিরাশদের আশা প্রদান করেন। আমি কেন দূর্ভাগাদের ন্যায় চিন্তিত হবো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দূর্ভাগাকে সৌভাগ্যের বসন্তে পরিণত করে দেন, সেই সৌভাগ্যবান যার মদীনার মাটিতে বসার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, আর সেই ব্যক্তি বাদশাহের সিংহাসনের চিন্তা করে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শোনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব

সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হজ্বের মৌসুম চলমান, হজ্বের দিন চলছে ✲ সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল হজ্বের সৌভাগ্য অর্জন করছে ✲ কাবার তাওয়াফ করছে ✲ মীনাতে উপস্থিত হয়েছে ✲ আরাফাতের ময়দানে ও মুযদালিফায় অবস্থান করছে, এসমস্ত সৌভাগ্য অর্জন করার পর আশিকানে রাসূলগণ অন্তরে রাসূলের ভালোবাসার প্রদীপ দ্বারা আলোকিত হয় ✲ চোখে অশ্রু নিয়ে ✲ কান্না করে, কাঁপতে থাকে ✲ খুশিতে দুলতে দুলতে আপন **প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে নূরানী রওযায় উপস্থিত হয়, তারা কেমন সৌভাগ্যবান লোক, যাদেরকে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দান করেছেন, হায়!... ঐ দিন যদি আসতো, আমরা গুনাহগারদের এই সৌভাগ্য নসীব হতো, মদীনা থেকে ডাক আসতো আর আমরা গুনাহগাররাও মদীনা মনোওয়ারায় যাওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো।

আশেকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এভাবে প্রার্থনা পেশ করেন।

বুলালো ফির মুঝে এ্যায় শাহে বাহরু বার মাদীনে মে
মে ফির রুতা হুয়া আও তেরে দরপর মাদীনে মে

www.dawateislami.net

সালামে শওক কেহনা হাজীয়ো! মেরা ভি রু রু কর
তোমহী আয়ে নযর জব রওযায়ে আনোওয়ার মদীনে মে
ওয়াহা এক সাস মিল জায়ে এ্যায়হি হে যিস্ত কা হাসিল
ওহ কিসমত কা ধানি হে জু গিয়া দম ভর মাদীনে মে

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮০-২৮২)

আল্লাহ পাকের দয়ায় আমাদেরও যোনো এই সৌভাগ্য লাভ হয়, মদীনায় উপস্থিত হওয়ার অনুমতি যেন পাই আর মদীনা পাকে উপস্থিত হয়ে শাফায়াতের প্রার্থনা যদি নসীব হয়ে যায়, বিশ্বাস করুন! মদীনা মনোওয়ারার উপস্থিতি অনেক বড় নেয়ামত।

গুনাহগারকে আহবান করা হয়েছে.....!

মুসলমানের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়া থেকে পর্দা করলেন মাত্র ৩ দিন অতিবাহিত হয়েছে, এমন সময় এক বেদুইন (অর্থাৎ আরবের গ্রাম্যলোক) নূরানী রওযাতে উপস্থিত হলো, সেই নিজে নিজে রাওযার সামনে লুটে পড়লো এবং রাওযা থেকে নূরানী মাটি নিজের মাথায় লাগালো আর আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! যা কিছু আপনি **আল্লাহ**র পক্ষ থেকে শুনেছেন, তা আমরা আপনার কাছ থেকে শুনেছি, **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ لَوۡ اَنَّهُمۡ اِذۡ ظَّلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ جَآءُوۡكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللّٰهَ وَ اسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে

www.dawateislami.net

تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾ সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যান্ত তাওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

সেই আরবী আরয করলো: **ইয়া রসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার উপর যুলুম করেছি (অর্থাৎ আমার নিকট থেকে গুনাহ সংঘটিত হয়ে গিয়েছে) এবং আপনার দরবারে অসহায়বস্থায় হাযির হয়েছি যেনো আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

سُبْحٰنَ الله! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের প্রতি কুরবান হয়ে যান! এদিকে আরবের গ্রাম্যলোক আরয করেছিলো আর ঐদিকে নূরানী রাওযা থেকে আওয়াজ আসলো: قَدْ غُفِرَ لَكَ তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ২/১, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩১৯)**

ক্ষমার দয়া হয়ে গেলো

অনুরূপ এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উয়ুনূল হিকায়তে নকল করেন: হযরত মুহাম্মদ বিন হরব হিলালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার আমি রাওযায়ে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপস্থিত ছিলাম: আমি দেখলাম: এক বেদুঈন (অর্থাৎ আরবীর গ্রাম্য লোক) দরবারে উপস্থিত হলেন আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: এর নিকট অসহায় অবস্থায় আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাক** আপনার প্রতি যে সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছে, সেই কুরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম

www.dawateislami.net

جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

করে তখন হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যান্ত তাওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।

সেই বেদুঈন এই আয়াত পাঠ করার পর আরয করলো: আমার **মুনিব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার গুনাহের জন্য আপনার উচ্চ দরবারে উপস্থিত হয়েছি, **আপনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আমার শাফায়াতের মাধ্যম (অর্থাৎ সুপারিশকারী) বানাচ্ছি।

এটা বলার পর সেই আশেকে রাসূল বেদুঈন কান্না করতে লাগলো এবং তার মুখ দিয়ে এই কাব্য জারি হয়ে গেলো:

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهٗ	فَطَابَ مِنْ طِيْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْاَكَمُ
رُوْحِيْ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ اَنْتَ سَاكِنُهٗ	فِيْهِ الْعِفَافُ وَفِيْهِ الْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

ব্যাখ্যা: এটা সেই উৎকৃষ্ট সত্তা! যার মোবারক শরীর এ যমীনে দাফন করা হলো তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং পবিত্রতা দ্বারা ময়দান ও পর্বত সুগন্ধ হয়ে গেলো। আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক এ নূরানী কবরের প্রতি যেটাতে আমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরাম করছে, যাতে রয়েছে বিশুদ্ধ শান্তি, উদারতা ও ক্ষমার অটল ভান্ডার।

সেই আশেকে রাসূল অনেক্ষণ ধরে কান্না করতে করতে এসব কাব্যগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকে অতঃপর তার গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করে, অশ্রু প্রবাহিত করে বিদায় নিলো, হযরত মুহাম্মদ বিন হারব

হিলালী: বলেন: যখন আমি শয়ন করলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলাম, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন: اِلْحَقِ الرَّجُلَ فَبَشِّرْهُ اَنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدْ غَفَرَ لَهٗ بِشَفَاعَتِیْ অর্থাৎ এ বেদুঈনের সাথে সাক্ষাৎ করো আর তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে **আল্লাহ পাক** আমার সুপারিশের বরকতে এ বেদুঈনকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

উম্মতের জন্য এখনও দয়া করেন

سُبْحٰنَ اللهِ! **হে আশিকানে রাসূল!** এ উভয় ঘটনার প্রতি একটু চিন্তা করুন! একটি হলো সাহাবীয়ে রাসূল আরেকটি হলো কোন সৌভাগ্যবান আশেকে রাসূলের, এ উভয় ঘটনার প্রতি লক্ষা করুন! এ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ উম্মতকে কি পরিমাণ ভালোবাসে, কত দয়া করে, একটু চিন্তা করুন! যখন আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে তাশরিফ নিয়ে আসেন, তখনও মুখে رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ ধ্বনি ছিলো, যখন দুনিয়াতে শুভাগমন করেছেন উম্মতের দুঃখে ব্যথিত ছিলেন আর যখন দুনিয়ার যাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করেন তখনও رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ তাঁর পবিত্র যবানে জারি ছিলো, আর এখন মাযার মোবারকে তাশরীফ নিয়েছেন, এখনও জীবিত রয়েছেন, দয়াও করেন, গুনাগারদের ক্ষমাও করান এবং সংশোধনও করেন।

جَآءُوْكَ শুনে এসেছি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমাদেরও সুযোগ লাভ হতো, আমরাও মদীনা মনোওয়ারায় উপস্থিত হতে পারতাম, সবুজ গম্বুজের ছায়া তলে সোনালী জালীর সামনে মাথা

ঝুঁকিয়ে, হাত বেঁধে, **প্রিয় নবী**র দরবারে শাফায়াতের ভিক্ষা চাইতে পারতাম। আমরা আরয করতাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! গুনাহে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত গুনাহে ডুবে রয়েছি, আপনার গোলাম দরবারে হাযির হয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনার ভিক্ষা চাই।

اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ الله

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার শাফায়াতের ভিখারী

اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ الله

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার শাফায়াতের ভিখারী

اَسْئَلُکَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ الله

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার শাফায়াতের ভিখারী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা শরীফে হাযেরীর জন্য দ্রুত আসুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা যেই আয়াতে করীমা থেকে দুটি ঘটনা শ্রবণ করলাম যে, **আল্লাহ পাক** কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿۶۴﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়, অতঃপর **আল্লাহ**র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই **আল্লাহ**কে অত্যান্ত তাওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।

এই আয়াতে আমাদেরকে গুনাহ ক্ষমা করার একটি দিক নির্দেশনা দিলেন যে, যখন বান্দা গুনাহ করে বসে তার উচিত **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হওয়া, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেও তাওবা করবে, **আল্লাহ পাকে**র নিকট মাগফিরাতের ভিক্ষাও চাইবে আর এর সাথে সাথে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'ও যদি সেই গুনাহগারের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে তাহলে অবশ্যই **আল্লাহ পাক**কে তওবা কবুল কারী ও ক্ষমাকারী হিসাবে পাবে।

এ থেকে জানা যায়! মদীনা মুনাওয়ারাতে রাওযায়ে মুস্তফার সামনে উপস্থিত হওয়ার ফলে মাগফিরাতের ভিক্ষা পাওয়া যায়।

অন্য এক আয়াতে **আল্লাহ পাক** বলেন:

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর দ্রুত আগ্রসর হও নিজ রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে।

আলা হযরতের সম্মানিত পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন সেই স্থান ঈমান উদ্দীপক অনেক মাদানী ফুল প্রদান করে থাকে, তাঁর বাণীর সারাংশ হলো এটাই যে, এ উভয় আয়াতকে মিলিয়ে দিন! প্রথম আয়াতে **আল্লাহ পাক** এটা বলেছেন যে, মদীনা মনোওয়ারাতে উপস্থিত হওয়া, সেখানে তওবা করাতে, **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের বরকতে ক্ষমা লাভ হয়, অন্য আয়াতে **আল্লাহ পাক** বলেন: প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে দ্রুত দৌঁড়ে পৌঁছো, এ উভয় আয়াতকে সংযুক্ত করলে ফলাফল এটা বের হবে যে, কুরআনে পাক আমাদেরকে এটা শিক্ষা দিচ্ছে: হে গুনাহগার! হে মাহবুবের উম্মতরা! **হে আশিকানে**

রাসূল! যারা নিজেদের অত্মার উপর যুলুম করেছো, একেবারে দেরী করো না! অতি শীঘ্রই আমার মাহবুবের কদমে পৌঁছে যাও! কারণ সেখানে তোমাদের ক্ষমা মিলবে। **(জাওয়াহিররুল বয়ান ফি আসরারিল আরকান, ২০৪ পৃষ্ঠা)**

سُبْحٰنَ الله! জানা গেলো! মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা কুরআনের আয়াতের শিক্ষা, তাই আমাদের উচিত যে, আমরাও যেনো মদীনা মনোওয়ারার উপস্থিত হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করি, যতদ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছার চেষ্টা করি, যাকে **আল্লাহ পাক** সামর্থ্য দান করেছেন, তার উচিত মদীনা মনোওয়ারাতে হাজিরী হওয়ার জন্য একেবারে যেনো অলসতা না করি, যখন সুযোগ হয় হাযেরী দিয়ে দিই, আর যাদের সামর্থ্য নেই, যাদের নিকট ধন সম্পদ নেই, বাহ্যিক আসবাবপত্র নেই তারাও মদীনা মনোওয়ারায় হাজিরীর আগ্রহ বৃদ্ধি করুন, পবিত্র রাওযাতে হাজিরী দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান, কান্না করুন, দোয়া করুন, আগ্রহ সত্য হলে اِنْ شَآءَ الله সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাবে।

মদীনা শরীফের হাজেরী হলো ওয়াজিবের কাছাকাছি

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রাওযার হাজিরী এবং সেখানের মাটিকে চুম্বন করার সৌভাগ্য সব মুস্তাহাব থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ এবং ওয়াজিবের প্রায় কাছাকাছি।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/ ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

ফেরেশতারা স্বাগতম জানায়

জযবুল কুলুবে রয়েছে শায়খ মুহাক্কিক আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নকল করেন: যখন কোন মুসলমান যিয়ারতের নিয়্যতে

www.dawateislami.net

মদীনা মনোওয়ারায় আসে তখন ফেরেশতারা রহমতের উপহার নিয়ে তাকে স্বাগতম জানায়। **(জযবুল কুলুব, ২১১ পৃষ্ঠা)**

শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেলো.....!

সুনানে দারে কুতনীতে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাকের হাবীব হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي যে আমার কবর যিয়ারত করলো তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেলো। **(সুনানে দারে কুতনী, ১/২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরতের পিতা মওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যখ্যায় দু'টি মাদানী ফুল বর্ণনা করেন: আসুন এগুলোর সারমর্ম শ্রবণ করি:

ঈমান হেফাযতের একটি দৃঢ় মাধ্যম

মাদানী ফুল: (১) এখানে মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগে, সেটা হলো এই যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: شَفَاعَتِي لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي অর্থাৎ আমার সুপারিশ আমার উম্মতের মধ্য হতে বড় গুনাহগারদের জন্য। **(আবু দাউদ, ৭৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৭৩৯)** এবং অন্য একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। **(সুবুলুল হুদা, ২/২৭২)**

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রতিটি গুনাগারদের জন্য সুপারিশ করবে আর যখন প্রতিটি গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করবে, চাই

www.dawateislami.net

সেই মদীনা মনোওয়ারাতে হাজিরী দিক বা না দিক নূরানী রাওযা যিয়ারতকারীদের কেমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে? এখন **উত্তর** শুনুন: কতিপয় ওলামাগণ এটা বলেন যে, যারা সাধারণ গুনাহগার, যারা মদীনা মনোওয়ারাতে হাজিরী দেয়নি, তাদের জন্য সাধারণ সুপারিশ করা হবে কিন্তু যারা মদীনা মনোওয়ারাতে হাজিরী দিয়েছে তাদের জন্য বিশেষ সুপারিশ করা হবে, আর হাশরের ময়দানে তাদের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা হবে, তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে, তারা জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভ করবে, তাদেরকে **আল্লাহ পাক** বিশেষ দীদার দ্বারা ধন্য করবেন। মওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অরেকটি ঈমান উদ্দীপক উত্তর লিখেন: সেটা দেখুন! সুপারিশ কারা পাবে? কেবল মুসলমানরা পাবে, অমুসলিমরা সুপারিশের হকদার নয়। এখন একটু চিন্তা করুন! সুপারিশ প্রতিটি গুনাহগারদের জন্য রয়েছে কিন্তু কেবল তাদেরই জন্য যারা দুনিয়া থেকে ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছে, এখন আমাদের মধ্যে হতে কেউ **আল্লাহ পাকে**র গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত নয়, **আল্লাহ পাক** আমাদের ঈমান নিরাপদে রাখুন, যে সব গুনাহগার তাদের গুনাহের কারণে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায়, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়, যদি এমন হয় তাহলে এটা স্পষ্ট যে তার জন্য সুপারিশ নসীব হবে না, যদি সেই সারা জীবন আশা করে রাখে কিন্তু এখন ঈমান অবস্থায় দুনিয়া থেকে গেলো না তাহলে এখন সেই সুপারিশ থেকে বঞ্চিত তবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরী দিয়ে নূরানী রাওযার যিয়ারত কারীর জন্য সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেন: وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো: অবশ্যই পাবেই পাবে। মওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখন হাদীসে পাকের অর্থ এটাই হবে, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নূরানী রাওযার যিয়ারত করে নেয়, اِنْ شَآءَ الله **আল্লাহ পাকের হাবীব হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার ঈমানও রক্ষা করবে আর তার জন্য অবশ্যই সুপারিশ করবে। **(জাওয়াহিরুল বয়ান ফি আসরারিল আরকান, ২০৫ - ২০৬)**

শাফায়াতে মুস্তফা مرحبا .... مرحبا...!!

মাদানী ফুল: (২) হে আশিকানে রাসূল! এই হাদীকে পাকে আরেকটি ঈমান উদ্দীপক মাদানী ফুল রয়েছে, সেটা হলো যে, হাশরের ময়দানে অনেক লোকেরা সুপারিশ করবে। শাফায়াতে কুবরা (বড় সুপারিশকারী) আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই অংশ অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই মাধ্যমে সর্বপ্রথম শাফায়াতের দরজা খোলা হবে, এর পর অন্যান্য নবীগণও সুপারিশ করবেন, ফেরেশতাগণও সুপারিশ করবে, ওলামাগণও সুপারিশ করবেন, শহীদগণও সুপারিশ করবেন, হাজীগণও সুপারিশ করবেন, বাআমল হাফেজে কুরআনও সুপারিশ করবেন।

কিন্তু মদীনা মনোওয়ারাতে হাজিরী দেয়া ব্যক্তির মর্যাদাই আলাদা, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। **(সুনানে দারে কুতনী, ১/২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬৬৯)**

www.dawateislami.net

এখানে শব্দ شَفَاعَتِي এর অর্থ হলো এটা যে পবিত্র রওযার যিয়ারতকারীর সুপারিশ ওলামাগণ করবেন না, ফেরেশতাও করবে না, শহীদগণ করবে না, হাজী কিংবা হাফেজগণও করবে না বরং এর সুপারিশ আমাদের **প্রিয় নবী হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم করবেন।

(জাওয়াহিরুল বয়ান ফি আসরারিল আরকান, ২০৫-২০৬ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! এটা অনেক বড় সৌভাগ্য যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই সুপারিশ করবে কেননা নবীর শাফায়াতের ধরনই অনন্য, এর আনন্দই অনন্য, এর উদ্দীপকই অনন্য, আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

কিয়াহি যোখ আফযা শাফায়াত হে তোমহারী ওয়াহ ওয়াহ
করয লেতিহে হে গুনাহ পরহেযগারী ওয়াহ ওয়াহ

(হাদায়িকে বখশিশ ১৩৪)

ব্যাখ্যা: অর্থ এটা যে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন লোকদের সুপারিশ করবে তখন তার শাফায়াতের ধরন, এর স্বাদ, এবং এর আনন্দ এমন অনন্য হবে যে, যারা ক্ষমাপ্রাপ্ত, যারা গুনাহ করেনি, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার অধিকারী হবে, যারা পরহেযগার হবে তারা নবীর শাফায়াতের আগ্রহ দেখে ঈর্ষা করবে যে হায়! আমাদের পাল্লাতেও যদি গুনাহ এসে যেতো আর আমাদেরও শাফায়াত নসীব হয়ে যেতো।

সুতরাং! হাদীসে পাক থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি নূরানী রাওযা যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাকে অন্য কেউ নয় বরং স্বীয় **নবী**

www.dawateislami.net

করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ লাভ হবে, سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ পাক** নসীব করুন।

নিয়্যত কেবল পবিত্র রওযা যিয়ারতের জন্য যেনো হয়

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হবে لَا تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِيْ তা ব্যতীত তার অন্য কোন উদ্দেশ্য যেনো না হয় (অর্থাৎ না ব্যবসার জন্য আসলো, আর না অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসলো) শুধুমাত্র আমার যিয়ারতের জন্য মদীনা মনোওয়ায় পৌঁছলো كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ আমার উপর হক যে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো।

(মুজামুল আউসাত, ৩/ ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৪৬)

কিয়ামতের দিন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হবে

এক বর্ণনায় রয়েছে: كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশেষ করে আমার যিয়ারতের জন্য মদীনা মনোওয়ারাতে পৌঁছলো সেই কিয়ামতের দিন আমার দয়ার প্রতিবেশি হিসেবে থাকবে।

(মুজামুল আউসাত, ৩/ ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৪৬)

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় ওলামাগণ বলেন: এই হাদীসের উপর পরিপূর্ণ আমল তখনই হবে যে, বান্দা মসজিদে নববীরও নিয়্যত করা উচিত না বরং বান্দার উচিত যখন মদীনা মনোওয়ারার দিকে সফর আরম্ভ করে তখন শুধুমাত্র নূরানী রাওযা যিয়ারতের নিয়্যত করবে, মসজিদে নববী শরীফে নামায পড়ার সৌভাগ্য তো সাধারণত পাওয়া

www.dawateislami.net

যাবে, মসজিদে কুবাতে নামায আদায় করে ওমরার সাওয়াব নেয়ার সৌভাগ্য তো সাধারণত হয়ে যাবে কিন্তু এর নিয়্যত কেবল একটাই থাকতে হবে যে আমি মদীনা মনোওয়ারার যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়েছি। سُبْحٰنَ اللّٰه!

আখিরাতের হিসাব থেকে মুক্তি

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! মদীনা মনোওয়ারায় হাজির হয়ে নূরানী রাওযার যিয়ারত করার আরো একটি চমৎকার ফযীলত শ্রবণ করি: হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **আল্লাহ পাকের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنۡ حَجَّ حَجَّةَ الۡاِسۡلَامِ وَزَارَ قَبۡرِي وَغَزَا غَزۡوَةً وَصَلَّى عَلَيَّ فِي بَيۡتِ الۡمَقۡدِسِ যে ব্যক্তি হজ্ব করলো ও আমার কবর যিয়ারত করলো এবং সেই জিহাদে অংশ গ্রহণ ও বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে لَمۡ يَسۡاَلۡهُ اللّٰهُ عَمَّا افۡتَرَضَ عَلَيۡهِ তাকে কিয়ামতের দিন ফরয সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

(লিসানুল মিযান, ২/২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪০৫)

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই ৪টি কাজ ইরশাদ করেন: (১) যে ব্যক্তি হজ্ব করলো (২) যে আমার কবর যিয়ারত করলো (৩) যে জিহাদে অংশগ্রহণ করলো (৪) যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসে (অর্থাৎ মসজিদে আকসাতে গিয়ে) আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে। এই চার কাজ যে ব্যক্তি করবে তার কাছ থেকে ফরয সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না, ওলামাগণ বলেন: যখন তার কাছ থেকে ফরয সম্পকে প্রশ্ন করা হবে না তখন ওয়াজিব সম্পকে ও সুন্নাত এবং মুস্তহাব সম্পর্কেতো একেবারে প্রশ্ন করা হবে না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই ৪টি কাজ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন

www.dawateislami.net

বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং ওলামাগণ এটাও বলেছেন: মূলত এটা নয় যে, যেই ব্যক্তি এই চারটি কাজ করবে কেবল তারই এই ফযীলত অর্জন তবে এমন নয় বরং সেই চারটি থেকে একটি কাজও যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে তারও এই ফযীলত অর্জন হবে ✲ যে ব্যক্তি হজ্ব করলো তাকেও প্রশ্ন করা হবে না ✲ যে মদীনা মুনাওয়ারা যিয়ারত করলো তারও কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে না ✲ যে ব্যক্তি জিহাদে অংশ গ্রহণ করবে তাকেও প্রশ্ন করা হবে না ✲ আর যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে তাকেও কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে না।

দু'টি কবুলকৃত হজ্বের সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ حَجَّ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنِي فِي مَسْجِدِي كُتِبَتْ لَهُ حِجَّتَانِ مَبْرُورَتَانِ যে ব্যক্তি মক্কাতে পৌঁছে হজ্ব করলো অতঃপর সেই আমার মসজিদের ইচ্ছাপোষণ করলো (মদীনা মনোওয়াতে পৌঁছলো) তার জন্য ২টি কবুলকৃত হজ্বের সাওয়াব লিখে দেয়া হবে। **(কানযুল উম্মাল, ৫/৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৩৬৬)**

سُبْحٰنَ الله! **হে আশিকানে রাসূল!** একটু চিন্তা করুন! একটি হজ্ব করতে কতো পরিশ্রম করতে হয়, লক্ষ টাকা খরচ হবে, সফরের কষ্ট বহন করতে হবে, কাবা তওয়াফ করতে হবে, সাফা মরওয়া সায়ী করতে হবে, মিনাতে কুরবানী দিতে হবে, মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে, আরফাতের ময়দানে অবস্থান করতে হবে, এতো কষ্ট আর লক্ষ টাকা খরচ করলো, এতদসত্ত্বেও হজ্ব কবুল হলো কি হলো না? কেউ জানে না কিন্তু এই ফযীলত দেখুন! যে ব্যক্তি হজ্ব করলো, হজ্ব করার পর মদীনা

মনোওয়ারাতে পৌঁছলো তখন তার একটি নয় বরং দু'টি হজের সাওয়াব অর্জন হবে আর ঐ হজ্ব যেটা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই বরং দু'টি কবুল হজ্বের সাওয়াব তাকে দেয়া হবে।

ঈমান মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে

বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: اِنَّ الۡاِیۡمَانَ لَیَاۡرِزُ اِلَی الۡمَدِیۡنَۃِ کَمَا تَاۡرِزُ الۡحَیَّۃُ اِلٰی جُحۡرِھَا ঈমান মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে যেমন সাপ নিজের গন্তব্য (গর্তের) দিকে প্রত্যাবর্তন করে। **(বুখারী, ৪৯৮, হাদীস: ১৮৭৬)** এটা অনেক বড় ঈমান উদ্দীপক হাদীসে পাক, ওলামাগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন, একটি অর্থ হলো যখন কিয়ামত নিকতম হবে দাজ্জাল বের হবে সারা পৃথিবীতে ঈমান রক্ষা করার কোন আশ্রয় স্থল পাবে না, সেই সময় ঈমান মদীনা মুনাওয়ারাতে প্রত্যাবর্তন করবে, মদীনা ব্যতিত ঈমানদার ব্যক্তি কোথাও থাকবে না।

মুহাদ্দীসগণ এর আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেন: একটু দেখুন! **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনাতে ঈমান প্রত্যাবর্তন করাকে সাপের সাথে উদাহরণ দিলেন, অর্থাৎ ইরশাদ করেন: যেমন সাপ নিজ গন্তব্য (অর্থাৎ গর্তে) চলে যায়, অনরূপই ঈমান মদীনাতে চলে যাবে, একটু চিন্তা করুন! সাপ নিজ গন্তব্যে থেকে বের হয়, নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রহণ করে, খাবার ইত্যাদি তাকে অনুসন্ধান করতে হয় সেই অনুসন্ধান করে, বাইরে ঘুরতে ঘুরতে তার উপর দিয়ে সূর্যের তাপ পড়ে, গরম পড়ে, ময়লা পড়ে যার ফলে চামড়া পুরাতন হয়ে যায়, বছরের কিছু দিন সে এভাবে অতিবাহিত করে সেই লুকিয়ে যায়, বাইরে বের হয় না, যখন সেই তার সময় সম্পন্ন করার পর বাইরে বের হয় তখন এর চামড়া পরিবর্তন হয়ে

www.dawateislami.net

যায়, পুরাতন চামড়া খুলে যায়, নতুন সতেজ চকচকে চামড়া তার উপর চলে আসে।

এক কথায় হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যেভাবে সাপ যখন গর্তে প্রবেশ করে তখন তার চামড়া সতেজ চকচকে হয়ে যায়, এভাবে একজন মানুষ যখন পৃথিবীতে থাকে এবং অন্য শহরে বসবাস করে, আর শয়তান তার উপর আক্রমণ করে, নফস গুনাহও করায়, দুনিয়ার দিকে অন্তর ধাবিতও হয়ে যায়, যার ফলে ঈমান দূর্বল হওয়া আরম্ভ করে। তখন ঈমান পুনরায় সতেজের প্রয়োজন হয় আর এই সতেজ কিভাবে পাওয়া যাবে? ইরশাদ করেন: اِنَّ الْاِیْمَانَ لَیَاْرِزُ اِلَی الْمَدِیْنَةِ ঈমান মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ যখন আশিকানে রাসূল পৃথিবীতে বসবাস করে বিভিন্ন শহরে, নিজ নিজ এলাকাতে বসবাস করে, সেখানে তারা দুনিয়াদারদের সাথে জড়িত হয়ে যায়, শয়তানের সাথেও জড়িত হয়ে যায়, নফসও গ্রাস করে ফেলে, এখন তাদের ঈমান দূর্বল হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়, অতঃপর তারা মদীনা মনোওয়ারাতে পৌঁছে তখন মদীনা মনোওয়ার আবহাওয়া এমন অনন্য, এমন ঈমান উদ্দীপক যে, এর বরকতে ঈমান আবার সতেজ হয়ে যায়।

মদীনা শরীফের খেজুর থেকে ঈমান সতেজ

মহান আশিকানে রাসূল, হযরত মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান মওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা মুনাওয়ারাকে অনেক ভালোবাসতো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে অধিকহারে মদীনা মনোওয়ারার আলোচনা করতো। যদি মদীনা থেকে সফরকৃত কোন ব্যক্তি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতো তখন তার কাছ থেকে মদীনা মনোওয়ারার অবস্থাদি জিজ্ঞেসা করতেন, মদীনা মনোওয়ারার বসবাসকারী আশিকানে

রাসূলদের ভালো মন্দ জিজ্ঞাসা করতেন আর যদি কোন তাবাররুকাত পেশ করতো তখন খুবই অনন্দেচিত্তে গ্রহণ করতেন। একবার একজন হাজী সাহেব মদীনা মনোওয়ারা থেকে আসেন, তিনি খেজুর নিয়ে উপস্থিত হন এবং হযরত মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্থান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পেশ করেন, সেই সময় দাওরায়ে হাদীস চলমান ছিলো (অর্থাৎ ক্লাস চলছিলো) এবং মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাক পড়াচ্ছে, তিনি মদীনা মনোওয়ারার খেজুর সমস্ত ছাত্রদের বন্টন করেন আরেকটি খেজুর মাড়ির নিচে চেপে রাখলেন, অতঃপর বললেন: মদীনার খেজুর যতক্ষণ পর্যন্ত গলে গলে ভিতরে যেতে থাকবে, ঈমান সতেজ হতে থাকবে।

(হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্থান, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! জানা গেলো! যে আশিক, তার তো ঈমান মদীনার নাম শুনতেই সতেজ হয়ে যায়। আশিকদের ঈমান মদীনার জিনিস দেখে মদীনা মনোওয়ারা থেকে আগত তাবাররুকাত দেখে মদীনা মনোওয়ারার খেজুর খেয়ে নিজ শহরে বসবাস করেও যদি তাদের ঈমান সতেজ হয়ে যায়, তাহলে যখন সেই মদীনা পৌঁছেবে ঈমান সতেজের অবস্থা কেমন হবে?

মদীনাতে মৃত্যু বরণ করার আকাঙ্ক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদেরকে মদীনার ভালোবাসা দান করুন! মদীনা মনোওয়ার স্মরণে ব্যাকুল হওয়া উচিত, মদীনার হাজিরীর জন্য অস্থির হওয়া উচিত, মদীনার ভূমির গুরুত্ব এ বাণী থেকে অনুমান করুন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার সম্ভব হয় সেই যেনো মদীনাতে মৃত্যু বরণ করে কেননা আমি মদীনা বাসীর জন্য সুপারিশ করবো। **(হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্থান, ১৫৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূল কেমন অনন্য, যখন মদীনা মুনাওয়াতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি কিছু চুল ও নখ শরীফ মদীনা মুনাওয়ারাতে দাফন করে দিলেন আর **প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আবেদন করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মদীনাতে মৃত্যু বরণ করাটা আমার অধীনে নয় তাই আমার শরীরের কিছু অংশ দাফন করে যাচ্ছি কারণ আমরা গরীবের জন্য এটাই মূল্যবান। **(তবকাতুল কুবরা, ৩/২৬৩ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মদীনার ভালোবাসা দান করুন, হায়! যদি মদীনা মনোওয়ারাতে বার বার হাজিরী হতো, শেষ সময় যদি জান্নাতুল বাকিতে দু'গজ যমিন মিলে যায়, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে মদীনার প্রেম, মদীনার স্বাদ, মদীনার আলোচনা, মদীনার চিন্তা-চেতনা, মদীনার স্মরণের দৌলত দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি কাজ হলো: ফযরের জন্য জাগানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদীনার ভালোবাসা লাভ করার জন্য দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলী হালকার ১২ দ্বীনি কাজে খুব অগ্রসর হয়ে অংশ গ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য বরকত লাভ হবে। ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে হতে একটি দ্বীনি কাজ হলো ফযরের জন্য জাগানো (অর্থাৎ মুসলমানকে ফযরের জন্য জাগানো)।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! মুসলমানদেরকে নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে মুস্তাফা, মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে দাউদী, মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে হায়দারী ও সুন্নাতে ফারুকী, যেমন মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা, হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামাযের জন্য লোকদেরকে জাগাতে জাগাতে মসজিদে তাশরিফ নিয়ে যেতেন। **(তবকাতুল কুবরা, ৩/২৬৩ পৃষ্ঠা)** আসুন! উৎসাহ স্বরূপ একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

মদীনার শরীফের হাজিরীর সৌভাগ্য হয়ে গেলো

পাঞ্জাবের এলাকা ইলাহাবাদ (জিলা কসুর) অবস্থানকারী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সরাংশ: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম কিন্তু দ্বীনি কাজের মধ্যে উদাসীনের শিকার ছিলাম, একদিন এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই আমাকে বুঝিয়ে দ্বীনি কাজ করা এবং বিশেষ করে ফযরের জন্য মুসলমানদেরকে জাগানোর দ্বীনি কাজে খুব যত্ন সহকারে উৎসাহ দিলেন, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমার মন-মানসিকতা হয়ে গেলো এবং আমি এর পরবর্তী দিনেই এর উপর আমল শুরু করে দিলাম। ফযরের জন্য মুসলমানদের জাগানো কাজ তো করেছি, **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়া হয়ে গেলো, ভাগ্য চমকে গেলো সেই বছরে আমার মদীনা শরীফের হাজিরী নসীব হয়ে গেলো, তার উপর আরো দয়া এটা ছিলো যে, আমার বড় ভাইয়েরও হজ্বের সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেক আমল বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ৮০টির বেশি বিভাগের মধ্যে হতে একটি বিভাগ হলো "নেক আমল" বিভাগ শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মদরাসাতুল মদীনার ছাত্র-ছাত্রীকে বা-আমল বানানোর জন্য "নেক আমলের" উপর আমলের উৎসাহ প্রদানের জন্য "নেক আমল বিভাগ" প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: হায়! অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত পালন করার পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এই নেক আমলকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে নেয় এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদার নিজ নিজ হালকাতে সেই (নেক আমলের রিসালা সমূহকে) ব্যাপক করে এবং প্রতিটি মুসলমান তার কবর ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য এই নেক আমলকে একনিষ্ঠতার সাথে গ্রহণ করে, **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় জান্নাতুল ফেরদৌসে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি হওয়ার মহান নিয়ামত লাভ করবে। আসুন! আমরাও নেক আমলের কাজে আগ্রসর হয়ে অংশ গ্রহণ করি এবং নেক আমলের উপর কেবল না নিজে আমল করবো বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকেও এই বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করবো।

হজ্ব ও ওমরাহ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের পরিচিতি

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আধুনিক টেকলজীর মাধ্যমে দ্বীনি জ্ঞান ব্যাপক করার চেষ্টা করছে। এই বিষয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আইটি বিভাগের পক্ষ থেকে

বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশিত হয়েছে, এগুলোর মধ্যে হতে একটি অ্যাপ্লিকেশন হলো: hajj &umrah (হজ্ব ও ওমরাহ) ।

এ অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে আপনি হজ্ব ও ওমরার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি ✲ হজ্ব ও ওমরার প্রয়োজনীয় মাসআলা ইত্যাদি জানতে পারবেন ✲ তাছাড়া সেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে হজ্ব ও ওমরার দোয়া ✲ হেরামাইন শরীফের পবিত্র স্থানের তথ্য ইত্যাদিও সংযুক্ত ✲ এ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এটা যে, এতে ৩ ডি ভিডিও (3D *Videos*) এর মাধ্যমে হজ্ব ও ওমরার আমল পদ্ধতিও শিখতে পারবেন। এ অ্যাপ্লিকেশনকে আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে নিন, এ থেকে উপকার অর্জন করুন এবং অন্যকেও এর অনুপ্রাণিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যিকির ও দরূদের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! যিকির ও দরূদ সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথম ২টি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের যিকির করে আর যে ব্যক্তি যিকির করে না তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃত্যদের মত। **(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪/২২, হাদীস: ৬৪০৮)** (২) ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে হতে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ শরীফ পাঠ করে। **(তিরমিযী , ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)** ✲ **আল্লাহ পাকের** যিকির হলো সর্বদা রুহানী খাদ্য ✲ কতিপয় আউলিয়াগণ তিন বছর পর্যন্ত পানি পান করেনি কিন্তু জীবিত

www.dawateislami.net

ছিলো কিভাবে যিকিরের বরকতে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ৭/৩২০)** ✲ **আল্লাহ পাকে**র যিকির অধিকহারে করো, **আল্লাহ পাকে**র বিশেষ বান্দা হয়ে যাবে। **(আরাবীকে সাওয়ালাত আওর আরবী আকা কে জাওয়াবাত, ৩ পৃষ্ঠা)** ✲ হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: মুরগী বলে: اُذْكُرُوا اللهَ يَا غَافِلِيْن অর্থাৎ হে উদাসীন! **আল্লাহ পাকে**র যিকির করো। **(ফয়যুল কাদির, ১/৪৮৮, হাদীস: ৬৯৫)** ✲ দরূদে পাক এমন আমল স্বয়ং **আল্লাহ পাক** নিজেই করেন। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ১৭ পৃষ্ঠা)** ✲ যদি কোন কাজ এমন থাকে যা **আল্লাহ পাকও** করেন, ফেরেশতাদেরও এবং মুসলমানদেরও যার নির্দেশ দিয়েছে তা হলো কেবল **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক প্রেরণ করা। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ২০ পৃষ্ঠা)** ✲ **আল্লাহ পাকে**র দরূদ হলো রহমত অবতীর্ণ করা, আর ফেরেশতা ও আমাদের দরূদ হলো রহমতের জন্য দোয়া করা। **(দরূদ ও সালামের সমাহার, ২১ পৃষ্ঠা)**

-: ঘোষণা :-

যিকির ও দরূদের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং এই মাদানী ফুলসমূহ জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

www.dawateislami.net

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net